Women's land rights needed for the sake of agriculture

Swati Bhattarcharya

(Published in Ananda Bazar Patrika 23rd March 2013)

Land Reforms have been successful in this state due to political commitment of the left. Many landless people received land under West Bengal's land reform. However, what the left did not notice is that there exist landless persons within all farmers' families. In delivering the Samar Sen[1] memorial lecture, titled, "Land Question in West Bengal," noted Economist and Professor Emeritus of Economics, University of California Berkley Pranab Bardhan said since women do not receive land in inheritance in this country, as a result most land is still owned by men. There is not reliable data available in this country of how many women or how much land is owned by women. However, he mentions one statistics from Karnataka that reveals 71% of land is owned by men, 14% land is owned at least on paper jointly by men and women, and 15% of land is owned by women. He does not think that the situation is different in other states of India.

Women's land right is not only about social justice to women, according to prof. Bardhan. Men are increasingly leaving agriculture, going away for work in other places. The women are left to look after agriculture and livestock. In African countries, women have been recognized as farmers for long time now. That is not the case here; women are not recognized as farmers. Hindu Succession Amendment Act 2005 has provided for ownership of agricultural land for women, but "The reality check clearly tells us that, by enacting laws, the social reality will not change", according to Pranab. It needs a social movement that can start at Panchayats. Panchayats could conduct ceremonies to hand over succession certificates to women, and television can run public service broadcast on women's land rights to raise social awareness.

Political Scientist Prof. Partha Chatterjee, of the Center for Studies in Social Sciences, and University Professor, Columbia University in his discussion with Prof. Bardhan raised an important question. Land is getting fragmented to the extent that agriculture is no longer really profitable. Land rights to women will fragment the land further. Pranab in his reply said, the land can no longer fully cover livelihoods costs when its size goes down below 50 cents. Collective farming also is impractical in the context of West Bengal, as the land size is small and the land is scattered. That is why Pranab recommends cooperative farming. He mentions that such cooperative farming is quite successful in Karnataka, Tamilnadu and Andhra Pradesh.

[1] Samar Sen was a well known Bengali Poet, and editor of a famous Radical Left English Magazine, called "Frontier".

Some of these cooperatives are Women Cooperatives too. Pranab also mentioned in this context that World Bank study has shown that agricultural productivity will increase significantly if Bargadars can be given ownership of land, and if Bargadars can be made the primary recipient of Bank Loans. Investments in agriculture will go up, production will go up, and agriculture can become profitable. Along with women's land rights, that is the future for agriculture in West Bengal, according to Prof. Bardhan.

কৃষির স্বার্থেই দরকার মেয়েদের মালিকানা

স্বাতী ভট্টাচার্য • কলকাতা

বামপন্থী রাজনীতির প্রভাবেই এ রাজ্যে ঘটেছে ভূমি সংস্কার। প্রচুর ভূমিহীন মানুষ জমি পেয়েছেন। কিন্তু বামপন্থীরা যা নজরে রাখেননি তা হল, বহু চাষি পরিবারের ভিতরে রয়ে গিয়েছেন ভূমিহীন মানুষ। তাঁরা মহিলা। সম্প্রতি 'সমর সেন স্মারক বক্তৃতা' দিতে গিয়ে অর্থনীতিবিদ প্রণব বর্ধন বলেন, এ দেশে আজও মেয়েরা উত্তরাধিকার সূত্রে জমি পায় না বলে অধিকাংশ জমির মালিকানা রয়ে গিয়েছে পুরুষদের হাতেই।
পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে কত মেয়ের হাতে জমির মালিকানা রয়েছে, সে সম্পর্কে কোনও তথ্য নেই, বলেন প্রণববাবু। তবে কর্ণাটকে প্রাপ্ত একটি পরিসংখ্যান বলে, সে রাজ্যে ৭১ শতাংশ জমির মালিকানা কেবল পুরুষদের, ১৪ শতাংশ খাতা-কলমে যৌথ মালিকানায়। কেবল ১৫ শতাংশ ক্ষেত্রে মেয়েদের মালিকানা রয়েছে। "এই চিত্র দেশের অন্যত্র খুব আলাদা হবে বলে মনে হয় না," বলেন প্রণববাবু।
মেয়েদের মালিকানার বিষয়টি কেবল মেয়েদের প্রতি ন্যায়ের জন্যই জরুরি, তা নয়। প্রণববাবু বলেন, এখন বহু পুরুষ চাষ থেকে সরে আসছেন, অনেকে বিদেশে কাজ করতে যাচ্ছেন। তাই মেয়েরাই কৃষি, গরু-

ছাগল পালনের মতো কাজে রয়ে যাচ্ছেন। আফ্রিকার দেশগুলিতে প্রধানত মেয়েরাই চাষি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে থাকে বহু দিন ধরেই। এ দেশে এখনও মেয়েরা ‘কৃষক’ বলে স্বীকৃতি পাচ্ছেন না। হিন্দু উত্তরাধিকার আইন (২০০৫) যদিও মেয়েদের জমির মালিকানার অধিকার দিয়েছে, তবু বাস্তব দেখিয়ে দিয়েছে যে কেবল আইন দিয়ে পরিস্থিতি বদলাবে না, বলেন প্রণববাবু। “পঞ্চায়েতে এই নিয়ে আন্দোলন শুরু করা যায়। পঞ্চায়েত যদি অনুষ্ঠান করে জমির নথিপত্র তুলে দেয় মেয়েদের হাতে, টিভিতে যদি তেমন অনুষ্ঠান দেখানো হয়, তা হলে এ বিষয়ে সচেতনতা বাড়বে,” বলেন তিনি।

বক্তৃতার পরে প্রণব বর্ধনের সঙ্গে তাঁর বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করেন নৃতত্ত্ববিদ পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তিনি প্রশ্ন করেন, সন্তানদের মধ্যে জমি ভাগ হওয়ার পরে জমি ক্রমশ এত ছোট হয়ে যাচ্ছে যে তা আর চাষির জন্য লাভজনক থাকছে না। মেয়েদের মালিকানা দিলে জমি আরও ছোট হয়ে যাবে না কি? এই সমস্যা স্বীকার করে প্রণববাবু বলেন, ভাগ হওয়ার কারণে জমি ছোট হতে হতে যখন অর্ধেক একর হয়, তখন জমি চাষ করে আর জীবিকা নির্বাহ করা যায় না। পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে যৌথ চাষের প্রস্তাবও চলে না, কারণ এখানে জমি ছোট এবং ছড়ানো। তাই সমবায় পদ্ধতিতে উৎপাদন ও বিপণনই কৃষিকে লাভজনক করে তোলার একমাত্র উপায়। তিনি জানান, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশের মতো রাজ্যে সমবায় প্রথায় উৎপাদন ও বিপণনের নানা কাজ হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে মহিলারাও কৃষি সমবায়ে অংশ নিচ্ছেন। তিনি আরও জানান, বিশ্বব্যাঙ্কের একটি সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, বর্গাদারদের পুরো মালিকানা দিলে এবং বর্গার ভিত্তিতে কৃষিঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা করা গেলে কৃষিতে বিনিয়োগ বাড়বে, উৎপাদন বাড়বে, কৃষি আরও লাভজনক হবে।